তারিখঃ ১২ জুন, ২০১৭

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

"রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ সংস্থার অবহেলাজনিত কারনে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপুরণ প্রদানের দায় কখোনোই এড়াতে পারবে না"
২০০৩ সালের বহুল আলোচিত এম ভি নাসরিন লঞ্চ দুর্ঘটনায় মহামান্য আদালতের রায় অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় বক্তারা

২০০৩ সালের এম ভি নাসরিন-১ লঞ্চ দুর্ঘটনায় ১১০ জন নিহত ও অন্যান্য আহত ভুক্তভোগীদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি এবং সকল নৌ দুর্ঘটনার ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের যথাযথ মানদন্ড নিশ্চিতকরণ ও দ্রুত বণ্টনের জন্য আইনি পরিবর্তনের বিষয়ে আজকের আলোচনা সভায় কথা বলেন বক্তারা।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) মহামান্য হাইকোর্টের গত ৫ জুনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই আলোচনা সভা আয়োজন করে। গত ৫ জুন মহামান্য হাইকোর্ট ২০১৬ সালে ঢাকা জেলা জজ আদালত লঞ্চ দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণ ১৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা রায় বহাল রেখে অভ্যন্তরীণ নৌযান কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এবং এম ভি নাসরিন লঞ্চের মালিকপক্ষ এর দায়েরকৃত আপীল খারিজ করে দেন।

এই আলোচনা সভাটি সভাপতিত্ব এবং এই মামলার আপীলে মহামান্য হাইকোর্টে ব্লাস্ট কে প্রতিনিধিত্ব করেন সিনিয়র আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেন। তিনি বলেন, *"লঞ্চ দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীদের অধিকার ও তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আর কোন বিলম্ব না করে সরকারের এখন নিশ্চিত করা উচিত যে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়। এখন সময় এসেছে আইন ও পদ্ধতিগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে ভুক্তভোগীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করণ, তাদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেবা, উপার্জনের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ণয় এবং এগুলো যথাযথভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা।"*

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, *"রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অবহেলাজনিত কারনে কোন ব্যক্তি নিহত বা আহত হলে, রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপুরণ প্রদানের দায় কখোনোই এড়াতে পারবে না। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটছে যার ফলে অসংখ্য শতাধিক মানুষ নিহত ও আহত হচ্ছে। এ ধরণের দুর্ঘটনায় যথাযথ মানের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ভুক্তভোগী পরিবারের একমাত্র অধিকার"।*

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তারা আরো সুপারিশ রাখেন যে, ভুক্তভোগী আবেদনকারীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ বন্টন নিশ্চিত করা; প্রচলিত আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ট্রাইব্যুনাল গঠন; পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা; দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে তরুন আইনজীবীদের এ ধরনের মামলা পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করা।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা ও পরিচালক এস এম রেজাউল করিম; প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. রিদওয়ানুল হক। সভার ক্ষতিপূরণ মামলাটি দায়েরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এডভোকেট সৈয়দ জিয়াউল হাসান। এছাড়াও সভায় আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মীও সাংবাদিকসহ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় উপস্থিত এডভোকেট জিবনান্দ জয়ন্ত বলেন, "*১৯৭৬ সালের শিপিং অধ্যাদেশ এর সংশোধন প্রয়োজন। পাশাপাশি নৌ-যান অধিদপ্তরের পরিচালনা কমিটির তিনটি দপ্তরের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।*

মামলাটি দায়েরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মামলার ১নং সাক্ষি এডভোকেট সৈয়দ জিয়াউল হাসান বলেন, ***"ঘটনাটি কোন ক্রমেই দুর্ঘটনা ছিল না বরং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং আইনের ব্যতয় ঘটেছে বলেই ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে॥"***

প্রেক্ষাপট: ঢাকা থেকে ভোলার লালমোহনে যাওয়ার পথে বিগত ২০০৩ সালের ৮ জুলাই চাঁদপুরের মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় এমভি নাসরিন-১ লঞ্চটি ডুবে যায়। ওই ঘটনায় নিহত হন ১১০ জন, ১৯৯ জন নিখোঁজ থাকেন। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক ওই বছরই লঞ্চডুবিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ পরিবারের তালিকা প্রকাশ করে এবং সে অনুযায়ী নৌ-দুর্যোগ ট্রাস্টি বোর্ড নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও উদাসীনতাসহ প্রচলিত আইনের ব্যতয় ঘটার কারণে যথাযথ ক্ষতিপূরণ চেয়ে ২০০৪ সালে ঢাকার তৃতীয় জেলা জজ আদালতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষে ব্লাস্ট মামলাটি দায়ের করে। দূর্ঘটনার দীর্ঘ ১৩ বছর পর বিগত ২০১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নিম্ন আদালত ওই মামলার রায় ঘোষণা করে ক্ষতিগ্রস্তদের ১৭ কোটি ১১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরন প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। ওই আদেশের বিরুদ্ধে বিআইডব্লিউটিএসহ বিবাদীপক্ষ বিগত ২০১৬ সালের ২৪ অক্টোবর হাইকোর্টে একটি রিভিশন আবেদন করে। ওই আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয় গত ২৪ মে ২০১৭। অবশেষে সোমবার ৫ মে ২০১৭ তারিখ রুলটি খারিজ করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে হাইকোর্ট আদেশ দেন।

বার্তাপ্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd